যুগান্তর

তারিখ 15 JAN 20…
পৃষ্ঠা [illegible] কলাম [illegible]

পরীক্ষকের দায়িত্বহীনতা

আত্মপ্রত্যয় সুদৃঢ় হইলে যে কোন প্রতিকূল পরিস্থিতিই কাটাইয়া উঠা সম্ভব। ফেরদৌস আরার অটুট আত্মবিশ্বাস তাহার যোগ্যতার যথাযথ মূল্যায়নে সহায়ক হইয়াছে। কিঞ্চিৎ বিলম্বে হইলেও সে জানিতে পারিয়াছে, পরীক্ষায় সে সপ্তম নয়- প্রথম হইয়াছে। এই মেধাবী ছাত্রী চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০০২ সালে অনুষ্ঠিত এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। তাহার পরীক্ষা ছিল সন্তোষজনক। কিন্তু পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইলে দেখা যায়, মানবিক বিভাগের সম্মিলিত মেধা তালিকায় তাহার নাম রহিয়াছে সপ্তম স্থানে। এই ফলাফল চট্টগ্রাম সরকারি মহিলা কলেজের কৃতী শিক্ষার্থীর নিকট ছিল অভাবিত। বিষয়টি ফেরদৌস আরাকে গভীরভাবে সন্দিহান করিয়া তোলে। বোর্ডের বরাবরে সে উত্তরপত্র পুনঃপরীক্ষার আবেদন করে। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তাহার উত্তরপত্র পুনঃনিরীক্ষণ করিতে গিয়া বোর্ড কর্তৃপক্ষ দেখিতে পান, উত্তরপত্রের ওএমআর শিটে রহিয়াছে বিরাট অসঙ্গতি। ঐ শিটে পরীক্ষক প্রাপ্ত নম্বর ৬১ লিখিলেও বৃত্ত ভরাট করিয়াছেন ৩ ও ১ বা ৩১-এর ঘরে। ফলে কম্পিউটার কেন্দ্রে বৃত্ত ভরাট দেখিয়া ৩১ নম্বরই (৩০ নম্বর কম) ফেরদৌস আরার মূল মার্কসের সাথে যোগ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে ইংরেজি দ্বিতীয়পত্রে তাহার প্রাপ্য নম্বর ছিল ৬১। এই বিরাট ভুলটি ধরা পড়িলে দেখা যায়, ফেরদৌস আরার মোট নম্বর দাঁড়ায় ৭৮৭। ফলে ভুলক্রমে ৭৫৭ নম্বর পাইয়া পূর্বে প্রথম হওয়া ফারহানা জেরিন ইমি চলিয়া আসে দ্বিতীয় স্থানে। শুধু তাহাই নয়; কেঁচো খুঁড়িতে গিয়া সাপ বাহির হইয়া আসিবার মতো আরও কিছু বিভ্রান্তি মোচনও এই যাত্রায় সম্ভবপর হইয়াছে। পুনঃনিরীক্ষণের ফলে আরও ১৪ পরীক্ষার্থীর ফলাফলে রদবদল আসিবার পাশাপাশি দুইজন ফেল করা ছাত্রও পাস করিয়া বসিয়া আছে। ফেরদৌস আরা যদি আত্মবিশ্বাসী না হইত; কিংবা দৃঢ়তার সহিত পুনঃনিরীক্ষণের আবেদন না করিয়া ভুল ফলাফলই মানিয়া লইত, সত্যই তবে ভূলুণ্ঠিত হইত। মিথ্যা পাইত প্রতিষ্ঠা। তাহার এই চ্যালেঞ্জ এবং তাহাতে জয়ী হইবার জন্য আমরা তাহাকে সাধুবাদ জানাই। ধন্যবাদ চট্টগ্রাম বোর্ড কর্তৃপক্ষকেও, যাহারা মাত্র ৪ মাসের মধ্যে ভ্রান্তি মোচন করিয়াছেন। এই ক্ষেত্রে দেশের শিক্ষা বোর্ডগুলি আদৌ সুনামের অধিকারী নয়। এইরূপ বহু বিভ্রান্তিই তাহাদের দফতরে ঘটিয়া থাকে। কিন্তু কেহ আবেদন-নিবেদন করিলে অভিযোগ যথার্থ নয়- এই টাইপকৃত নোট পাঠাইয়া কোনমতে দায় সারা যেন বোর্ডগুলির স্বভাবে পরিণত হইয়াছে। প্রসঙ্গত রাজশাহী বোর্ডের অধীনে ১৯৭৭ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থী মরজিয়া বেগমের নামটি অনেকের মনে পড়িতে পারে। ভাল পরীক্ষা দিবার পরও অজ্ঞাত কারণে তাহার রেজাল্ট ছিল স্থগিত। মরজিয়া এই অনাচার মানিয়া লয় নাই। আইনের আশ্রয় লইয়া দীর্ঘ ২৪ বৎসর পর সে পরীক্ষা পাসের দুর্লভ শিরোপাটি অর্জন করে। যাহাদের কৃতকর্মে মরজিয়াকে এইরূপ মর্মান্তিক মাশুল দিতে হইয়াছিল, হয়তোবা তাহারা আজ বাঁচিয়া নাই। কিংবা বাঁচিয়া থাকিলেও বিচারের সম্মুখীন হয় নাই। বোর্ডের ভুলে এইবার মেধা তালিকায় স্থান পায় নাই বরিশালের এক মেধাবী এইচএসসি পরীক্ষার্থীও। বোর্ড ভুল সংশোধনের আশ্বাস দিলেও কোন কাজ হয় নাই। ফেরদৌস আরাকে মরজিয়ার তুলনায় ভাগ্যবতী বলিতে হইবে এই কারণে যে, মাত্র ৪ মাসের মধ্যে সে ফলাফলের প্রশ্নে সুবিচার পাইয়াছে। চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান যুগান্তরকে বলিয়াছেন, যে পরীক্ষকের ভুলের কারণে এইরূপ অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। ইতিমধ্যে এই দায়িত্বহীন পরীক্ষকের পরিচয়ও জানা গিয়াছে। কর্তব্য পালনে তাহার অবিশ্বাস্য এই গাফিলতির নিন্দা জানাইবার ভাষা আমাদের নাই। ইহারা শিক্ষা ক্ষেত্রের কলঙ্কই শুধু নয়, জাতিরও শত্রু। যাহার অমনোযোগিতা ও ভ্রান্তি এত বড় একটি অঘটন ঘটাইয়াছিল, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিই তাহার একমাত্র প্রাপ্য!